বাংলাদেশ

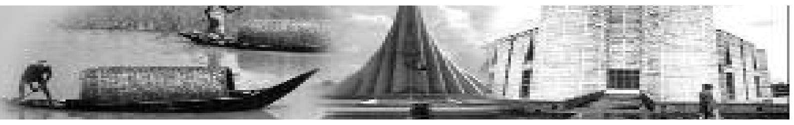

বিনিয়োগকারীদের আর্তনাদে ভারি হচ্ছে দেশের পুঁজিবাজার, পতনের শেষ কোথায়?

বিনিয়োগকারীদের আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠছে দেশের পুঁজিবাজারের বাতাস। অব্যাহত দরপতনের মুখে আর কোনো আলোই দেখছেন না বিনিয়োগকারীরা। হতাশায় আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন সর্বস্বান্তরা। শেষ তলানিতে নিপতিত পুঁজিবাজারের ৩৩ লাখ বিনিয়োগকারীর পুঁজি হারিয়ে জীবনে নেমে এসেছে পারিবারিক বিপর্যয়।

সব সঞ্চয় হারিয়ে গত ৩০ জানুয়ারির ঢাকার গোপীবাগের লিয়াকতের পর গতকাল চট্টগ্রামের দিলদার নামে আরেকজন আত্মহত্যা করেছেন। কোনো আত্মহনন, কান্না, আর্তনাদই কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায় না। সরকার নীরব হয়ে তামাশা দেখছেন বলে মনে করছেন অনেকে। এতকিছুর পরেও গতকাল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ৪১ পয়েন্ট কমে ২৭ মাসের মধ্যে সর্বনিু পয়েন্টে অবস্থান করছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) বলছে আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। একইকথা বলছে ডিএসই, আইসিবি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্তারা।

দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ধারাবাহিক দরপতন চলছে। গতকাল সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দরপতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। গতকাল সাধারণ সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার লক্ষ করা গেলেও শেষ হয়েছে পতনের মধ্য দিয়ে। দুপুর দেড়টার দিকে ডিএসইর সাধারণ মূল্যসূচক ৫৫ পয়েন্ট বেড়ে তিন হাজার ৯৪২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু, বেলা ৩টায় বাজার বন্ধ হওয়ার সময় ডিএসইর সাধারণ মূল্যসূচক ৪১ পয়েন্ট কমে ৩ হাজার ৮৪৫ পয়েন্টে দাঁড়ায়। অব্যাহত পতনের মুখে দেশের পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারীদের প্রশ্ন– এ পতনের শেষ কোথায়। সেটা কি সরকার বলতে পারবে না? তাদের অভিযোগ– এ পর্যন্ত সরকারের কোনো পদক্ষেপ কাজে আসেনি। সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) পুনর্গঠনের পর বলা হয়েছিল, সূচক ৪ হাজার পয়েন্টের নিচে নামবে না। অথচ সূচক এখন ৪ হাজার পয়েন্টের নিচে। সরকার বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা কেউই এখন পর্যন্ত কোনো কথা দিয়ে তা রাখতে পারেননি।

নতুন বছরের গত ২৫ কার্যদিবসে ডিএসই সূচক হারিয়েছে ১৫০৬ পয়েন্টের বেশি। চলতি সপ্তাহে পাঁচদিনে হারিয়েছে সাড়ে ৬শ পয়েন্ট। গতকাল ৪১ কমে সূচক এখন ৩ হাজার ৮৪৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এভাবে প্রতিদিন বিনিয়োগকারীরা হারাচ্ছে তাদের শেষ সম্বলটুকু। কোন উপায় যেন নেই। প্রতিনিয়ত মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা। মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহনন করেছেন দিলদার হোসেন, লিয়াকত হোসেন, রনি জামান, হাবিবুর রহমানসহ কয়েকজন বিনিয়োগকারী। তাদের আত্মহননের পরও পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সরকারের কোনোই উদ্যোগ নেই। নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। গত মঙ্গলবার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা বৈঠক করেও বাজারের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে করণীয় সম্পর্কে কোনো কিছুই বলতে পারেনি সংস্থাটি। ফলে পুঁজিবাজারের এ দরপতন কোথায় গিয়ে ঠেকবে এটি এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও বড়ধরনের অনিশ্চয়তার দিকেই যাচ্ছে পুঁজিবাজার এমন আশঙ্কাই করছেন সংশ্লিষ্টরা। আর এ অনিশ্চয়তার ফাঁদে আটকা পড়েছে লাখ লাখ বিনিয়োগকারী।

বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকটই বাজারের প্রধান সমস্যা। বিভিন্ন সময় সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও তা বাস্তবায়ন না করা, বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সরকারের পক্ষ থেকেই বাজারে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানোর কারণে এই আস্থা সংকট তৈরি হয়েছে। এছাড়া দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে বড়ধরনের চাপ তৈরি হওয়ার কারণেও শেয়ারবাজারে তার প্রভাব পড়ছে। এরইমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমিয়ে আনার ঘোষণা দেয়ায় বাজারের সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শেয়ারবাজারে বড় ধরনের তারল্য সঙ্কট বিরাজ করছে। ২০১০ সালের তুলনায় দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ ৬ থেকে ৭ গুণ কমে গেছে। এ অবস্থায় ঋণ প্রবাহ কমিয়ে আনার ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবে বাজারে বড় ধরনের প্রভাব পড়ছে।

বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএবি) সভাপতি মোহাম্মদ এ হাফিজ বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ প্রবাহ কমিয়ে দেয়ার ঘোষণায় বাজারে তারল্য আরও কমে যাবে এবং এটিই স্বাভাবিক। পুঁজিবাজার কারসাজির তদন্ত কমিটির প্রধান ড. খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ এ বিষয়ে বলেন, তার দেয়া তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো সরকারের নেয়া পদক্ষেপে প্রতিফলিত হয়নি। ফলে আস্থার সংকট কাটেনি। এছাড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসিও প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারছে না। ফলে বাজার পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত খাদের নিচে নেমে যাচ্ছে। কয়েক লাখ বিনিয়োগকারীদের বাঁচাতে সরকারকে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

গতকাল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ২৬০টি কোম্পানির ৪ কোটি ৩২ লাখ ০৮ হাজার ৩৯৭টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসই'তে মোট লেনদেনের পরিমাণ ১৬৮ কোটি ৬৭ লাখ ৪৪ হাজার ১১৫ টাকা। যা আগের দিনের চেয়ে ১০১ (

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ মূল্য সূচক আগের দিনের চেয়ে ৪১ দশামক ৫২ পয়েন্ট কমে ৩ হাজার ৮৪৫ দশমিক ৬৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ডিএসই-২০ মূল্য সূচক আগের দিনের চেয়ে ৪ পয়েন্ট কমে ৩ হাজার ১৪২ দশমিক ৯৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত ২৬০টি কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৭৮টির, কমেছে ১৭০টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ১২কোম্পানির শেয়ারের।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের তথ্য : জানুয়ারিতে খুন হয়েছে ৩৪৩ জন

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন গতকাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে সারা দেশে ৩৪৩টি হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপের ভিত্তিতে তারা এ পরিসংখ্যান প্রকাশ করে।

মানবাধিকার কমিশন জানায়, বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও পৌরসভার শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে কমিশনের ডকুমেন্টেশন বিভাগ জরিপটি সম্পন্ন করে। জরিপ অনুযায়ী ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে সারা দেশে মোট হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় ৩৪৩টি। কমিশন ব্যাপক হত্যাকান্ডের এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

জরিপের ফল অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে গড়ে প্রতিদিন ১১ জন খুন হয়েছেন। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের ডকুমেন্টেশন বিভাগের জরিপ অনুযায়ী এ বছরের জানুয়ারী মাসে যে ৩৪৩ জন হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন তাদের মধ্যে ক) সামাজিক সহিংসতার কারণে ২৩৩ জন, খ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ১ জন, গ) রাজনৈতিক কারণে ১১ জন, ঘ) আগুনে পুড়িয়ে ৫ জন, ঙ) গণপিটুনিতে ১২ জন, চ) চিকিৎসা অবহেলায় ৯ জন, ছ) যৌতুকের কারণে ১৪জন, জ) বিএসএফ-এর গুলিতে ৭ জন, ঝ) গৃহপরিচালিকা ২জন, ঞ) ধর্ষণের পর ১৭ জন, ট) বোমা হামলায় নিহত ১ জন এবং ঠ) গুপ্ত হত্যায় ১৭ জন খুন হন। এছাড়া জানুয়ারিতে ধর্ষণের শিকার ৪৪ জন। এর মধ্যে নারী রয়েছেন ১৯ জন।

অন্যদিকে শিশু রয়েছে ২৫ জন। এ সময়ে নির্যাতনের শিকার হন ৫ জন সাংবাদিক এবং অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হন আরো ৯ জন।

জরিপের ফলাফলের ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের কর্মীদের অবশ্যই আরো দায়িত্ববান হতে হবে। যাতে এ ধরনের হত্যাকান্ডের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা যায়। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং মানবাধিকারপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবলমাত্র এ ধরনের ক্রমবর্ধমান হত্যাকান্ড হ্রাস করা সম্ভব।